~~দৈনিক ইত্তেফাক~~

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 02 JUN 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

25

জাতীয়করণ হলেও শিক্ষকরা সরকারী চাকুরে হয়ে যাবেন না

নীতিমালা তৈরি হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী বা জাতীয়করণ করা হলেও সে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চাকরি সরকারী করা হবে না। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক স্কুল

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

জাতীয়করণ হলেও

(প্রথম পাতার পর)

থেকে ডিগ্রী কলেজ পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ বিষয়ে একটি নীতিমালা তৈরি করতে যাচ্ছে। এতে শিক্ষক নিয়োগের বিধান বর্ণিত থাকবে। প্রস্তাবিত নীতিমালা সম্পর্কে জানা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন অনুসারে সরকারী বা জাতীয়করণ করা হবে। এটা করা হবে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী যাতে সরকারী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা পায় সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হবে। অপর দিকে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের পর ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চাকরি সরকারী হয়ে যাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী হবার ফলে তার সুফল বা সুবিধা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা পাবেন। কিন্তু এর সঙ্গে শিক্ষকদের চাকরি সরকারী হবার কোন সম্পর্ক নেই।

সূত্র জানায়, সরকারীভাবে শিক্ষক নিয়োগের যে বিধান প্রচলিত আছে তা অব্যাহত থাকবে। পিএসসি অথবা সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া হবে। এর ফলে শিক্ষকদের মান ভাল থাকবে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবে। বর্তমানে অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে শিক্ষকরা নিয়োগ লাভ করেন ঐ প্রতিষ্ঠানের গবর্নিং বডির সুপারিশে। ফলে শিক্ষকদের মেধা ও যোগ্যতার কোন বালাই থাকছে না। ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি জাতীয়করণ হয় এবং শিক্ষকদের চাকরিও যদি সরকারী করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নীত হবে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার হবেন। শিক্ষা, শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন রাখার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করতে যাচ্ছে।